24

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR 8 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও নারী উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ

■ আ ফ রো জা না জ নী ন ■

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৮ মার্চ বিশ্বের সব নারীর জন্যই আশ্বাসের দিন। এদিনেই খেটে খাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া কিছু মানুষ অধিকার আদায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হয়েছিল জয়ী। সেই শুরু। তারপর থেকে কত বিবর্তন। কত পরিবর্তন।

১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের সুঁই কারখানার মহিলা শ্রমিকরা কাজের অমানবিক পরিবেশ, নিম্নমজুরী এবং দৈনিক ১৬ ঘন্টা কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মিছিল বের করেন। মিছিলটি শান্তিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ তা ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে অনেক নারী শ্রমিক আহত হন এবং অনেককে পুলিশ গ্রেফতারও করে। কিন্তু তাতে নারী শ্রমিকরা হাল ছাড়েননি। নিজেদের সংগঠিত করে এর তিন বছর পর ১৮৬০ সালের ৮ মার্চ নারী শ্রমিকরা তাদের নিজস্ব একটি ইউনিয়ন গঠন করতে সক্ষম হন। তাদের আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। সমানাধিকার এবং কাজের পরিবেশের উন্নতির লক্ষ্যে নারী শ্রমিকদের আন্দোলন তারপর থেকে স্বীকৃতি পায়।

১৯০৮ সালের ৮ মার্চ। আবারও নিউইয়র্ক শহরে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। এবারের মিছিলে পোশাক ও বস্ত্রশিল্প কারখানার নারী শ্রমিকরাও যোগ দেন এবং তারা কাজের পরিবেশের উন্নতি, কাজের ঘন্টা কমানো, শিশুশ্রম বন্ধ এবং ভোট দেবার অধিকারের জন্যও দাবী তোলেন। নারীর অধিকার আদায়ের জন্য এই তারিখেই তারা প্রকাশ্যে মিছিল করেন। সেজন্য এদিনটি হচ্ছে নারী অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নারী আন্দোলনের প্রতীকী দিবস।

জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে বিশ্বের পিছিয়ে থাকা নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব নারীবর্ষ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫ সালকে নারী দশক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এ দশকেই গৃহীত হয় জাতিসংঘ নারী কনভেনশনের ঘোষণা। এ কনভেনশনের মূলনীতিগুলো ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী সমাজের সমঅধিকার। শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও অভিন্ন পাঠ্যসূচী, নির্বাচনের অধিকার, চাকরিতে নিয়োগ ও বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান, চাকরির নিশ্চয়তা। ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ এ কনভেনশনটি অনুমোদন করে। ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন। এতে ১৯৭৬-৮৫ পর্যন্ত নারী দশকের প্রথম পাঁচ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং নারী দশকের লক্ষ্যের আওতায় আরও তিনটি লক্ষ্য–শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান চিহ্নিত হয়। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং নারী উন্নয়নের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির ভিত্তিতে অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হয়। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে জাকার্তা ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ ঘোষণায় বলা হয়, ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে তীব্র অসমতা বিদ্যমান। এই অসমতা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনের উদ্দেশ্যে সরকারসমূহকে উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ দেয়া হয়। কমনওয়েলথ ১৯৯৫ সালে জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সার্ক দেশসমূহও নারী উন্নয়নের জন্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। '৯৫ সালের ৪-১৫ সেপ্টেম্বর বেইজিং-এ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়।

১৯৯২ সালে রিও-ডি-জেনিরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং '৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং তাদের অধিকারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সকল সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর এবং এগুলোর বাস্তবায়নে অঙ্গীকার করেছে।

বাংলাদেশ নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও)-এ ১৯৮৪ সালে এ সনদে অনুস্বাক্ষর করে। নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার '৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন, '৭৬ সালে জাতীয় মহিলা সংস্থা ও '৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করে। '৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠিত হয়। '৯০ সালে পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। '৯৪ সালে শিশু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ 'মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়' রাখা হয়। জাতীয় মহিলা সংস্থা ৬৪টি জেলা ও ১৩৫টি থানার নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় নারী উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বিত করার লক্ষ্যে ৩৩টি নারী উন্নয়ন ফোকাল পয়েন্ট মনোনীত করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৪৪ সদস্যবিশিষ্ট 'জাতীয় মহিলা ও উন্নয়ন পরিষদ' গঠন করা হয়েছে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়েছে। নারী ও মেয়ে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেল এবং জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। ❑